১ সঙ্গাম সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

সঙ্গাম সাহিত্য: তামিল ভাষায় প্রাচীন ভারতে রচিত গ্রন্থগুলি নিয়েই সৃষ্টি হয় সঙ্গাম সাহিত্য। সুদূর দক্ষিণে সংস্কৃতির উষাকাল আভাসিত হয় সঙ্গাম যুগের তামিল সাহিত্যে। পাণ্ড্য রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের রাজধানী মাদুরাইতে বিভিন্ন সময়ে

যেসব কবিসম্মেলন হয়েছিল, তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল সঙ্গাম সাহিত্য। প্রাচীন তামিল কবিরা সঙ্গাম সাহিত্য রচনা করেন। পরে কবিদের সমাবেশে রচনাগুলি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তামিল ভাষায় কবিদের সমাবেশকে বলা হয় 'সঙ্গাম'। কবিসমাজ এই সাহিত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিল বলে এই সাহিত্যের নাম হয় 'সঙ্গাম'। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ হাজার বছর ধরে সঙ্গাম সাহিত্যের রচনাপর্ব চলেছিল। অধ্যাপক **ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়** লিখেছেন যে, ৩০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সঙ্গাম সাহিত্যের সংকলন সম্পূর্ণ হয়।

- **সঙ্গাম সাহিত্যগোষ্ঠী:** সঙ্গাম সাহিত্যে তিনটি সঙ্গাম বা কবিপরিষদের কথা জানা যায়। প্রাচীন মাদুরাই শহরে প্রথম সঙ্গাম স্থাপিত হয়েছিল। এই কবিপরিষদের সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন মহামুনি অগস্ত্য। এই পরিষদে ৫৪৯ জন কবি সদস্য ছিলেন। ৪,৪৯৯ জন কবির কবিতা এই সঙ্গাম অনুমোদন করে। দ্বিতীয় সঙ্গাম বা কবিপরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কাপতাপুরম্ শহরে। এই পরিষদের মোট ৪৯ জন সদস্য ছিলেন। তৃতীয় সঙ্গাম বা কবিপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর মাদুরাই শহরে। এই কবিপরিষদে ৪৯ জন সদস্য ছিলেন। এই তিনটি কবিপরিষদের মাধ্যমে বহু কবিতা ও গ্রন্থ রচিত হয়।

- **সঙ্গাম সাহিত্যের তিনটি ভাগ:** ঐতিহাসিক **শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার** মনে করেন যে, সঙ্গাম সাহিত্যের তিনটি ভাগ ছিল। যথা— ① বর্ণনামূলক দশটি কবিতা বা কবিতাদশক, ② অষ্টসংকলন এবং ③ অষ্টাদশ নীতিমূলক কবিতাগ্রন্থ।

১ **বর্ণনামূলক দশটি কবিতা:** বর্ণনামূলক দশটি কবিতা-র মধ্যে যেমন— দেবতা মুরুগানের প্রশস্তি আছে, মন্দিরের বিবরণ আছে, তেমনই রাজা-রানিদের জীবনের বর্ণনা এবং প্রাচীন তামিল সমাজজীবনেরও বর্ণনা আছে। বর্ণনামূলক দশটি কবিতার মধ্যে দুটি লিখেছেন নক্কীরর, উরুত্তিরঙ্গান্নার লিখেছেন দুটি, মরুথনার রচনা করেছেন একটি।

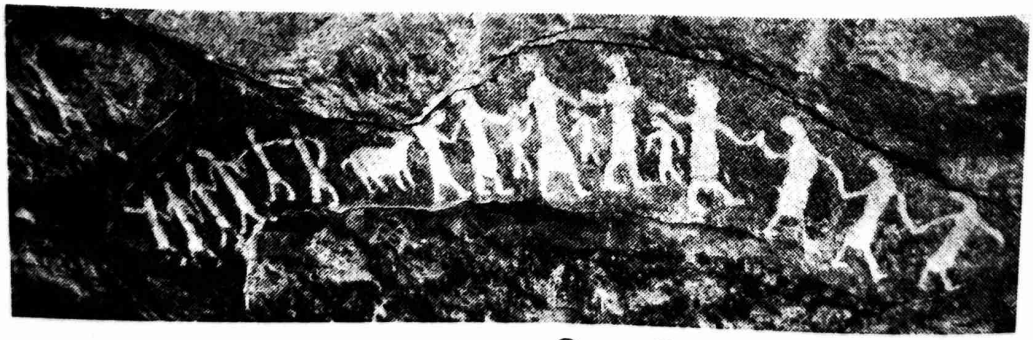

সঙ্গাম যুগের অঙ্কিত চিত্র

২ **অষ্টসংকলন:** অষ্টসংকলনের এক-একটিতে আছে কয়েকটি করে ছোটো গীতি কবিতা। রাজাদের জীবনচর্চা, প্রেম, বিরহ, মিলন, সমাজজীবন প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। কপিলর, অবৈব, কোবুর-কিলার, পেরুনথলৈ শাওনার, পেরুম সিত্তিরনার প্রমুখ এই সমস্ত কাব্যগুলির অন্যতম কবি ছিলেন।

৩ **অষ্টাদশ নীতিমূলক কবিতাগ্রন্থ:** সঙ্গাম যুগে আঠারোটি নীতিমূলক কবিতার গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই ধরনের একটি গ্রন্থ হল 'নালদিয়ার'।

তিরুবল্লুবর 'কুরাল' রচনা করেন। এই কবিতাগ্রন্থটি অষ্টাদশ নীতিমূলক কবিতাগ্রন্থের একাদশ কবিতাগ্রন্থ। মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দবেদনা ও শাশ্বত আদর্শের অভিব্যক্তি ঘটেছে এই অমর কবিতাগ্রন্থে। রাজনীতি, নীতিকথা, প্রেম, দাম্পত্যজীবন, নাগরিকত্ব, আইন-আদালত সব কিছুই সুনিপুণভাবে এই গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়েছে। তামিল ব্যাকরণের ওপর একটি সামগ্রিক কাজ 'চোলকাপ্পিয়ম্'।

- **তামিল মহাকাব্য:** সীওলৈ সাওনার 'মণিমেখলাই' রচনা করেন। ইলেঙ্গা আদিগল রচনা করেন 'শিলপ্পাদিকারম্'। 'শিলপ্পাদিকারম্' ও 'মণিমেখলাই' তামিল সাহিত্যে সর্বাধিক স্বীকৃত মহাকাব্য, যার সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের তুলনা করা হয়। 'শিলপ্পাদিকারম্'-এ কাবেরীপত্তনমের নারীজাতির অবস্থা ও অভিজাতবর্গের জীবন সংক্রান্ত বর্ণনা আছে। এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই সংলগ্ন অঞ্চলের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বোঝা সম্ভব হয়। 'মণিমেখলাই' মহাকাব্যটি লিখেছিলেন মাদুরাইয়ের একজন শস্য ব্যবসায়ী। স্বাভাবিকভাবেই এর থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি অর্থনীতি সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। সঙ্গাম সাহিত্যের বিবরণ থেকে মনে হয় যে, সর্বসাধারণের ধর্ম ছিল হিন্দুধর্ম। 'মণিমেখলাই'-তে সরস্বতী মন্দিরের উল্লেখ আছে। তা ছাড়া 'কাপালিক' নামে শৈব সন্ন্যাসীদের উল্লেখ আছে এই মহাকাব্যে। সঙ্গাম সাহিত্যে জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেসব ব্যক্তি মৃত্যুর চিন্তা না-করে জীবনের কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত থাকে তাদের মূর্খ বলে নিন্দা করা হয়েছে 'মণিমেখলাই' মহাকাব্যে।

- **উপসংহার:** সঙ্গাম সাহিত্য চোল, পাণ্ড্য ও কেরল রাজাদের আনুকূল্যে রচিত হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে তামিল ভাষায় রচিত এই সঙ্গাম সাহিত্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।